# বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এবং রাবার চাষে সমস্যা

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন ২০০৩ অনুসারে রাবার বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের (BFIDC) সাথে রাবার বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছিল। বিএফআইডিসির চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে রাবার বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ সাল হতে মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব জনাব আলমগির মোহাম্মদ মস্নুরুল আলম চৌধুরীকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দিয়ে রাবার বোর্ডের কার্যক্রম আলাদা অফিস নিয়ে শুরু করা হয়। একজন উপসচিবকে রাবার বোর্ডের সচিবের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। চট্টগ্রামের হেড অফিসে উক্ত সচিব (নাজনীন কাউসার চৌধুরী) এবং বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI) হতে সংযুক্তিতে নিয়োজিত পাঁচজন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী দ্বারা অফিসের কার্যক্রম শুরু হয়।

১ জানুয়ারি, ২০২০ সালে একজন নিয়মিত চেয়ারম্যান জনাব নুরুল আলম চৌধুরীকে পদায়ন করা হয়। তিনি ৩১ অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ঐ সময়ে দাপ্তরিক কিছু রুটিন কাজ ছাড়া অন্য কোন গঠনমূলক কাজ করা হয় নি।

১ নভেম্বর ২০২০ তারিখে বর্তমান চেয়ারম্যান যোগদান করেন। এরপর দৈনিকভিত্তিতে পাঁচজন কর্মচারী এবং আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নয়জন কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের পূর্ণাংগ কার্যক্রম শুরু করার জন্য জনবল নিয়োগ খুব জরুরি। ৭১ জন কর্মচারী নিয়োগের বিধান সম্বলিত অর্গানোগ্রাম রয়েছে। বর্তমানে ৫৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগের জন্য অপেক্ষমান। নিয়োগসম্পন্ন করার জন্য তিনটি পদে প্রেষণে কর্মকর্তা পদায়ন করতে হবে। এ তিনটি পদ হলো পরিচালক(যুগ্মসচিব) এর ২ টি পদ, সচিব (উপসচিব) এর ১ টি পদ।

BFRI এর একটি ভাড়া করা বাড়িতে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের দাপ্তরিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নিজস্ব জমি বা অফিস ভবন নাই। খাসজমি প্রতীকীমূল্যে বরাদ্দ দেয়ার জন্য মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন জানানো হয়েছে। এছাড়া সরকারী পরিত্যক্ত বাড়ি বরাদ্দের জন্য জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও সভাপতি, সরকারী আবাসন বোর্ডকে লিখা হয়েছে।

বর্তমান চেয়ারম্যান যোগদান করার পর যে সমস্যাগুলি চিহ্নিত হয়েছে তন্মধ্যে বেশ কয়েকটি ইতঃমধ্যে সমাধান করা হয়েছে। যেমনঃ ওয়েবসাইট, ফেইসবুক পেইজ, ই-ফাইলিং, APA, Database করা, নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে নিজস্ব আয়ের উৎস তৈরি, প্রশিক্ষণ দেয়া, রাবার বাগানের তথ্য, রাবার ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ, রাবার বাগানের সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী, বনবিভাগসহ সকলের সাথে মতবিনিময় সভা করা, রাবার চাষে উদ্যোক্তা তৈরি করা, ইজারাধীন রাবার বাগানসমূহের হালনাগাদ অবস্থা জানা এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, রাবার আমদানী শুল্ক বাড়ানো, রপ্তানী শুল্ক কমানো, রাবারকে কৃষিপণ্য ঘোষণা করা, বন্য হাতীর আক্রমণ থেকে রাবার বাগান রক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা, বাংলাদেশের রাবার খাতে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা ইত্যাদি। এর মধ্যে অনেকগুলো কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। কয়েকটি কাজ চলমান আছে।

রাবার চাষ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এখন ও করা হচ্ছে। দাপ্তরিক সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট, ফেইসবুক পেইজ, বুকলেট, APA এগুলোসহ অফিসের অভ্যন্তরীণ বেশ কিছু কাজে অগ্রগতি হয়েছে।

মতবিনিময় সভা, সেমিনার যথেষ্ট সংখ্যক আয়োজন করা হয়েছে। মালিক,ম্যানেজার,টেপার ও শ্রমিকদের উন্নতমানের রাবার চাষের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

ইজারাধীন বাগানের তথ্য সংগ্রহ হয়েছে, নবায়নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। রাবারভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ অজ্ঞাতকারণে কোন তথ্য দিচ্ছে না। বার বার সমিতির সাথে টেলিফোনে এবং পত্র যোগাযোগ কর ও তথ্য পাওয়া যায়নি।

সম্প্রতি বিদেশি বিনিয়োগ সংক্রান্ত যোগাযোগ শুরু করা হয়েছে। বাংলাদেশে রাবার চাষে নিয়োজিতরা যদি আন্তরিক ভাবে কাজ করেন কাঁচা রাবার বিদেশে রফতানি এবং এদেশের রাবার খাতে বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে এদেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখা সম্ভব হবে এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান হবে।

কিছু মৌলিক সমস্যা রাবার চাষের ক্ষেত্রে বিরাজমান। যেমনঃ এদেশের মাটি ও জলবায়ু রাবার চাষের উপযোগী হওয়ার FAO এর রিপোর্টের ভিত্তিতে রাবার চাষে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে হাজার হাজার একর সরকারি জমি লীজ দেয়া হয়। অধিকাংশ ইজারাদার রাবার চাষ না করে জমি হস্তান্তর করেছেন কিংবা খালি ফেলে রেখেছেন। অনেকেই অন্যান্য ফল-ফসলের চাষ করছেন। যারা রাবার চাষ করেছেন তাঁরা যথাযথ নিয়মে করেননি। এমনকি সরকারী প্রতিষ্ঠান বিএফআইডিসি ও সঠিক পদ্ধতিতে চাষ করছে না।

রাবার গাছ নির্ধারিত দূরত্ব রেখে রোপণ করতে হয়। সারি এবং গাছ দুই ক্ষেত্রেই পরিমাপ অনুসরণ না করায় তাঁরা কাঙ্ক্ষিত ফল পাচ্ছেন না।

বাংলাদেশে ১৯৮০-৮১ সন ও ১৯৯৪-৯৫ থেকে ৪০ বছর ও ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তিতে ২৫একর বা ৪০ একর পাহাড়ী ভূমি রাবার চাষের জন্য ইজারা দেয়া হয়। ইজারার মূল্য কিস্তিতে পরিশোধের বিধান রেখে নামমাত্র মূল্যে ইজারা দেয়া হয়। ইজারাচুক্তির শর্তানুযায়ী অভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাট নির্মাণ করার দায়িত্ব ইজারাদারদের উপরে বর্তায়। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে বাগানের অভ্যন্তরের রাস্তা নির্মাণ করার জন্য নির্মাণসামগ্রী বহন করে নিয়ে যাওয়া, শ্রমিক নিয়োজিত করা শ্রম ও ব্যয়সাপেক্ষ। সরকারী বেসরকারী কোন বাগানে নির্মিত রাস্তা দেখা যায় নি। মাটির রাস্তা কিছুটা চলাচলের উপযোগী করে যাতায়াত করা হয়। এ অবস্থায় উৎপাদনশীল সব গাছ টেপিং এর আওতায় আনা হয় না। ফলে জমির পরিমাণ এবং গাছের তুলনায় সামগ্রিক উৎপাদন কম হয়।

বাগানে বছরে দুইবার নির্দিষ্ট পরিমাণ রাসায়নিক সার নির্ধারিত পদ্ধতিতে দিতে হয়। BFIDC সহ অন্যান্যরা পরিমাণ এবং পদ্ধতির কোনটাই মানছেন না।

বাগানের আগাছা অন্ততঃ বছরে ২ বার পরিস্কার করতে হয় সেটি ও করা হচ্ছে না। বাগানে আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দক্ষ টেপারের সাহায্যে টেপিং করানোর জন্য টেপারের সংকটন, স্থায়ী টেপার না থাকায়/প্রশিক্ষণের অভাবে অশুদ্ধ টেপিং গাছের সক্ষমতা নিঃশেষ করে দিচ্ছে।

ছোট ছোট রাবার চাষীরা তাদের উৎপাদিত ল্যাটেক্স সরবরাহ করতে পারছে না কাছাকাছি ফ্যাক্টরি না থাকায়। ফলে অনেক সময় সংগৃহীত ল্যাটেক্স নষ্ট হয়ে যায়। কীভাবে ল্যাটেক্স সংরক্ষণ করতে হয় এ ব্যাপারে তাঁরা অজ্ঞ।

রাবার শীট পরিবহনের সময় এবং কষ সংরক্ষণকালীন রাবার বাগান মালিকদের কাছে চাঁদা দাবী একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। একে তো রাবার চাষের নানাবিধ সমস্যা তার উপরে সড়কে চাঁদাবাজি, অনেক সময় বৈধ

কাগজপত্র থাকলেও চাঁদা না দিয়ে পার পাওয়া যায় না। অন্যদিকে বাগান মালিক হওয়ার কারণে টেলিফোনে চাঁদাবাজি ও হুমকি রাবার সেক্টরের প্রতি মানুষের অনীহা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। রাবার শীট পরিবহনে সড়কে চাঁদাবাজি স্বয়ং বনবিভাগসহ অন্যান্যরা হয়রানি করে। তাতে প্রকৃত রাবার চাষীরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

শ্রমিক মজুরি বেশি হওয়ায়  উৎপাদন খরচ বেশি, পরিবহন সহ মিলে কেজি প্রতি ল্যাটেক্সের মূল্য অনেক বেশি হয় যা  প্রকৃত বাজার মূল্যের চাইতে বেশি।ফলে রাবারচাষীরা লাভবান হতে পারেন না।

রাবারজাত দ্রব্যাদির উপর ভ্যাট ১৫% অন্যান্য ট্যাক্সসহ প্রায় ২৫% অন্যদিকে আমদানীকৃত রাবারের উপরে ট্যারিফ মাত্র ৫% ফলে অভ্যন্তরীণ রাবারের বাজারমূল্য কম।
এদেশে প্রস্তুতকৃত রাবারের পণ্য বিদেশে রপ্তানিতে ট্যাক্স ৫%-১৫% পর্যন্ত। বিদেশ থেকে আমদানীকৃত রাবারজাত দ্রব্যের ট্যাক্স শুধুমাত্র ১%।

রাবার চাষীদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে জটিলতা রয়েছে। রাবারকে কৃষিপণ্য ঘোষণা করা হলে চাষীদের ঋণ প্রাপ্তিতে সুবিধা হবে এবং তারা রাবারে বেশি বিনিয়োগ করতে পারবে।

বিএফআইডিসির বাগান সমূহের যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকটা ভালো। সেটি শুধু বাইরের রাস্তা,ভিতরের রাস্তার অবস্থা চলাচলের উপযোগী নয়। বেসরকারী বা ব্যাক্তিমালিকানাধীন বাগানসমূহের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ। কোন কোন বাগান এলাকা দুর্গম এবং বিপজ্জনক।বাগানের ভিতরের রাস্তার অবস্থা ততোধিক খারাপ। বিশেষ করে বর্ষাকালে চলাচলের একেবারে অনুপযোগী হয়ে যায়।

বাগানের সীমানা নির্ধারিত না থাকায় অবৈধ দখলের জন্য যতটা সহজ অবৈধ দখলমুক্ত করা ততটাই কঠিন। জানামতে অবৈধ দখল উদ্ধারের প্রচেষ্টা ও তেমন একটা করা হয়নি। বাগান ম্যানেজাররা স্থানীয়ভাবে দূর্বল অবৈধ দখলদারদের নিকট হতে দখলমুক্ত করতে পারেন। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পূনঃদখল হয়ে যায়। শক্তিশালী অবৈধ দখলদার হতে উদ্ধার করা সম্ভব হয় না।

অনেক ছোট ছোট রাবার বাগানে ফ্যাক্টরি থাকে না। এছাড়া বেশীর ভাগ বাগানগুলোর অবস্থান পার্বত্য এলাকায় হওয়ায় এবং ফ্যাক্টরি থেকে দূরে হওয়ায় ল্যাটেক্স পরিবহনে সময় বেশী লাগে। ফলে, ল্যাটেক্স দুধের ন্যায় ফেটে যায়। এবং ঐ ল্যাটেক্স কোন কাজে লাগে না। কয়েকটি ছোট ছোট বাগান নিয়ে যদি একটি ফ্যাক্টরী করা যেতো অথবা ছোট বাগানের মালিকদের নিকট হতে ল্যাটেক্স সংগ্রহ করে ফ্যাক্টরীতে নিয়ে প্রসেসিং করা হলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এবং অন্যদিকে ফ্যাক্টরীর মালিক ও লাভজনক অবস্থানে থাকতে পারতেন। সমিতির মাধ্যমে এই ব্যবস্থা চালু করা জরুরী।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড একটি নবগঠিত প্রতিষ্ঠান। রাবার শিল্পের উন্নয়নে রাবার বোর্ড নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু রাবার বোর্ডের নিজস্ব ল্যাবরেটরি স্থাপন, গবেষক, বিশেষজ্ঞ ও প্রশিক্ষক নিয়োগ করা জরুরি এবং রাবার বোর্ড এর নিজস্ব অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করা। একটি মাত্র কার্যালয় এর কারণে অনেক সময় কাজে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। রাবার বোর্ডের জনবল নিয়োগ হলে তাদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা করা। এছাড়া রাবার বোর্ডের আইন ও নীতিমালা ২০১০ কে যুগোপযোগী করে তোলা যাতে প্রাকৃতিক রাবার চাষের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যেতে পারে।